যুগান্তর

তারিখ ... 26 AUG 2008
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

বরিশাল মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

বরিশাল ব্যুরো

অমানুষিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে একটু পানি চেয়েছিল মুরাদ। কিন্তু ছাত্র নামের কতিপয় পশু তা না দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দেয় ড্রেনে। শরীরের অভ্যন্তরে মারাত্মক রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আর পানি খেতে পারেনি সে। আমৃত্যু পিপাসা নিয়েই ছাড়তে হয় পৃথিবী। সোমবার নিহত মুরাদের রিফিউজি কলোনির বাসায় গেলে গর্ভধারিণী মা আর ফুফুর আহাজারি থেকে বেরিয়ে আসে এসব তথ্য। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছেলের পাশে থাকা মা নাজমা বেগম চিৎকার করে কাঁদছিলেন সব। সেই সঙ্গে অভিশাপ দিচ্ছিলেন তাদের যারা হত্যা করেছে তার সংসারের একমাত্র

মেডিকেল : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

মেডিকেল : বরিশাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপার্জনক্ষম টগবগে ছেলেকে। এদিকে মুরাদের লাশ নিয়ে নগরীতে মিছিল করেছে শত শত মানুষ। হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে তারা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বরিশাল মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হল ছাড়তে বলা হয়েছে আবাসিক ছাত্রদের।

যেভাবে ঘটেছে ঘটনা

আর দশটা দিনের মতোই রিফিউজি কলোনির ঘরে বসে রান্না করছিলেন ৫ ছেলেমেয়ের জননী নাজমা বেগম। ক্যান্সারে আক্রান্ত স্বামী কালাম মিস্ত্রি ৪ বছর ধরে শয্যাশায়ী। সংসার চালানোর জন্য রড মিস্ত্রি আর পাইপ ফিটিংয়ের কাজ করা বড় ছেলে মুরাদ (২৪) ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সকালেই। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে খবর আসে সে হাসপাতালে। শেরেবাংলা হাসপাতালের ৫ তলায় মুরাদ তখন কাতরাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। মুমূর্ষাবস্থায় কেবল 'পানি-পানি' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছে না। এ অবস্থায় বিকাল পৌনে ৪টায় সে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। বিভিন্ন লোকজন আর প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে নিহতের পরিবার যুগান্তরকে জানায়, মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের নানা ছোটখাটো কাজ করত মুরাদ। ১ নং হোস্টেলের তুলি নামে এক ছাত্রের মাধ্যমে এসব কাজ করত সে। বিনিময়ে পাওয়া পারিশ্রমিক দিয়ে চলত শুভ্রার চরকাঁদিন আগে ছাত্রাবাসে পাইপ ফিটিংয়ের কাজ করে ৮০ টাকা পাওনা হয়। ৫০ টাকা আগেই দিয়ে দেয় ছাত্রাবাসের ছেলেরা। বাকি ৩০ টাকা আনতে রোববার সকালে হোস্টেলে গেলে কথাকাটাকাটি হয় কয়েকজনের সঙ্গে। এর জের ধরেই নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় তাকে। রিফিউজি কলোনি এলাকার বাসিন্দারা জানান, হোস্টেলের বাকিব, আসিফ, মালিক, সৌরভ, মেহেদি, সাইফুল, ইমরান, জাহিদ, রবু, নোবেল ও গালিব মিলে মারধর করে তাকে। এসময় একটু পানির জন্য কাতরাচ্ছিল মুরাদ। কিন্তু পানি না দিয়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়া হয় ড্রেনে। আশপাশের লোকজন মারধরের কারণ জানতে চাইলে মুরাদকে চোর উল্লেখ করে হাতেনাতে ধরা হয়েছে বলে জানায় তারা। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে হোস্টেলের একটি সূত্র যুগান্তরকে জানায়, মারধরের সময় বারবার সাহায্য চাইলেও সেখানকার কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি। তাছাড়া নির্যাতনকারী ছাত্রদের প্রায় সবাই হোস্টেলে নেশাখোর এবং প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত হওয়ায় সামনের সাহস কেউ পায়নি। মুমূর্ষু অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ ড্রেনে পড়ে থাকার পর কয়েকজন তুলে হাসপাতালে পাঠায় তাকে। সেখানে ৫ তলায় সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় মুরাদকে। নিহতের মা নাজমা বেগম অভিযোগ করে বলেন, মেডিকেলের ছাত্ররা মারধর করেছে বিধায় ডাক্তাররাও খুব একটা এগিয়ে আসেননি। ফলে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় মারা যায় সে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা : ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগ

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে জরুরি মিটিংয়ে বসে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিল। অধ্যক্ষ ডা. জাহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সঙ্গে হলত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয় আবাসিক শিক্ষার্থীদের। বিকেল ৫টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষার্থী হল ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকজন যুগান্তরকে বলেন, যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। ক্যাম্পাসে এর আগেও নানা রকম অন্যায় কর্মকাণ্ড করেছে তারা। নগরীরই একটি মহল প্রকাশ্যে সমর্থন দেয় তাদের। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে কেউ কখনও কথা বলার সাহস পায় না। আজ এদের কারণে মেডিকেল কলেজের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।